৮.২০ সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায়

Means to Combat Terrorism

বর্তমান বিশ্বের ছোটো-বড়ো, উন্নত-অনুন্নত সমস্ত রাষ্ট্রই কমবেশি সন্ত্রাস কবলিত। বর্তমান দিনে মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড়ো শত্রু সন্ত্রাসবাদ, তাই মানবসভ্যতাকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে সন্ত্রাসবাদের বিনাশ দরকার। কিন্তু কী করে? অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সমস্যাটি সমাধানের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা আছে। প্রথম সমস্যাটি হল সন্ত্রাসবাদ দমনে রাষ্ট্রগুলির আন্তরিকতার অভাব এবং পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো রাষ্ট্র সন্ত্রাস-কবলিত হলে অন্য রাষ্ট্র সাধারণত নির্বিকার থাকে, অথবা দায়সারা মন্তব্য করে পাশ কাটিয়ে যায়। তবে আজকের দিনে সন্ত্রাসবাদ যেরূপ আন্তর্জাতিক আকার নিয়েছে, তাতে আজ আর কোনো রাষ্ট্রই এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতে পারছে না। বিশ্বের সব ধরনের ও সব প্রান্তের রাষ্ট্রই আজ যৌথভাবে এই সাধারণ শত্রুটিকে মোকাবিলায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তাই সুযোগ পেলেই যে-কোনো সম্মেলনে বা বৈঠকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করছেন এবং নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।

সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যৌথ মোর্চা গঠন করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই মোর্চায় যোগ দিয়েছে অথবা সমর্থন করেছে। অপরদিকে রাশিয়া ও চিন এই উদ্দেশ্যে 'সাংহাই উদ্যোগ' নামক সন্ত্রাস-বিরোধী মঞ্চ তৈরি করেছে। এতে যোগ দিয়েছে মঙ্গোলিয়া-সহ সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি, যেমন উজবেকিস্তান, কাজাখাস্তান, খিরঘিজস্তান ইত্যাদি। নির্জোট সম্মেলনগুলিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে উন্নয়ন-বিরোধী ও মানবতা বিরোধী বলে নিন্দা করা হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানানো হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠন সার্ক-ভুক্ত দেশগুলিও (ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান) সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং ১৯৮৭ সালে যৌথভাবে সন্ত্রাসবাদ রোধে কতকগুলি পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

এছাড়াও সন্ত্রাসবাদ দমনে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন :

(১) কায়রোর আরব লিগের সচিবালয়ে গৃহীত Arab Convention on Suppression of Terrorism;

Scanned with CamScanner

(২) আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত আফ্রিকান রাষ্ট্র সম্মেলনে (OAU) গৃহীত Convention on the Prevention and Combating of Terrorism.

(৩) মিনস্কে CIS-ভুক্ত প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির চুক্তি Treaty on Co-operation Among States Members of CIS ;

(৪) ASEAN Regional Forum-এ ASEAN ও USA-র মধ্যে সন্ত্রাসবাদ দমনে সহযোগিতা ;

(৫) ইউরোপের ট্রাসবুর্গে European Convention of the Suppression of Terrorism ;

(৬) আমেরিকা মহাদেশীয় আঞ্চলিক সংগঠন OAU-র Convention to Prevent and Punish Acts of Terrorism.।

সন্ত্রাসবাদ দমনে এইসব আঞ্চলিক উদ্যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সন্ত্রাসবাদীরা তাদের লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালিয়ে আশপাশের এলাকায় আত্মগোপন করে। ভারতের বিচ্ছিন্নকামী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি যেমন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান প্রভৃতি দেশে আশ্রয় নেয়। তাই সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে হলে আঞ্চলিক স্তরে যৌথ প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি।

৮.২১ সন্ত্রাসবাদ দমনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

UN in Combating Terrorism

আজকের দিনে সন্ত্রাসবাদ একটি আন্তর্জাতিক শক্তি। তাই একে ঠিকমতো মোকাবিলা করতে হলে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। গত শতকের ৭০-এর দশকের আগে পর্যন্ত এ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ; অবশ্য নেওয়ার প্রয়োজনও হয়নি, কারণ ওই সময় পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাছাড়া ওই সময় সন্ত্রাস সংঘঠিত হত কোনো রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই তখন সন্ত্রাস ছিল কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলাজনিত বিষয়, যেখানে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ ছিল সনদ-বিরোধী। ৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রসারিত হতে থাকলে পশ্চিম জার্মানি এই নতুন আন্তর্জাতিক বিপদ সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ তথা বৃহৎ শক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন থেকেই সন্ত্রাসবাদ দমনে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু হয়।

বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে **জাতিপুঞ্জের প্রথম পদক্ষেপটি হল ১৯৭২ সালে একটি বিশেষ কমিটি গঠন।** অবশ্য সন্ত্রাস-বিরোধী কাজকর্মের প্রকৃতি নিয়ে সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতবিরোধের ফলে এই কমিটি কোনো কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। ১৯৭৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে জাতিপুঞ্জের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কোনো দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সন্ত্রাসবাদের শিকার হলে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্পর্কে এই কনভেনশনে অনুপুঙ্খভাবে আলোচনা হয়।

এরপর ১৯৮৭ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে একটি বিশেষ কনভেনশন আহ্বান করে। কোনো রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের শিকার হলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই কনভেনশনে। এর প্রায় এক দশক পরে ১৯৮৯ সালে জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে যে কনভেনশনটি আহ্বান করা হয় তাতে সন্ত্রাসবাদকে কীভাবে সমূলে উৎপাটিত করা যায় সে নিয়ে আলোচনা হয়। এই কনভেনশনের লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদীদের রসদ সংগ্রহ, জঙ্গি নিয়োগ, প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি কাজকর্ম বন্ধ করা। ১৯৯২ সালে তদানীন্তন মহাসচিব বুত্রোস ঘালি 'Agenda for Peace' নামক যে প্রতিবেদনটি সাধারণ সভায় পেশ করেন তাতেও সন্ত্রাসবাদকে যে-কোনো মূল্যে প্রতিহত করার কথা বলা হয়। এই প্রতিবেদনে বলা হয় সন্ত্রাসবাদ বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে নিয়ে ছিনি-মিনি খেলছে এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। সুতরাং এসবের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সন্ত্রাসবাদ দমনে জাতিপুঞ্জের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ১৯৯৪ সালে সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ। ওই প্রস্তাবে বলা হয়, 'সাধারণ সভা যে-কোনো ধরনের সন্ত্রাসকে অপরাধমূলক ও অযৌক্তিক বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা করে, তা সে যেই করুক বা যেখানেই করুক' ("The general Assembly unequivocally condemned all acts of terrorism, as criminal and unjustifiable

Scanned with CamScanner

wherever and by whom so ever committed.....''। প্রস্তাবে আরো বলা হয়, সদস্য রাষ্ট্রগুলি সন্ত্রাসবাদ দমনের কাজটি বাধ্যতামূলক হিসাবে দেখবে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের দ্রুত অপসারণে তৎপর হবে। এ ব্যাপারে আর যা যা করণীয় সেগুলি হল : **(ক)** সব ধরনের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে অর্থ সাহায্য, উৎসাহ ও প্ররোচনা দান থেকে বিরত থাকা ; **(খ)** নিজ নিজ ভূখণ্ডকে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্য ব্যবহৃত হতে না দেওয়া ; **(গ)** সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাধীদের আটক, বিচার ও শাস্তিপ্রদান ; **(ঘ)** সন্ত্রাসবাদ দমনে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অথবা আঞ্চলিক স্তরে চুক্তি সম্পাদন ; **(ঙ)** আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসকে প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময় ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ; **(চ)** প্রচলিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলিকে জাতীয় স্তরে প্রয়োগ করা ; এবং **(ছ)** সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় আশ্রয় না দেওয়া। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিপুঞ্জের সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক (UN Millennium Summit)-এ সকল প্রকার সন্ত্রাসকে জরুরি ভিত্তিতে দমন ও বিনাশ করার উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানানো হয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় বিমান হানার প্রেক্ষিতে জাতিপুঞ্জের যে বিশেষ অধিবেশন বসে, সেখানেও সন্ত্রাসবাদ দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আজ পর্যন্ত অনেক উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইসব উদ্যোগ কতখানি ফলপ্রসু হয়েছে, সে নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এখনও পর্যন্ত নিয়মিতভাবেই পৃথিবীর কোনো না কোনো অংশে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। আবার এই সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় রাষ্ট্র যখন সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয় তখন আরো ব্যাপক আকারে মানবতার অবমাননা হয়। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আসল সমস্যাটি হল আন্তরিকতার অভাব। বস্তুত এ ব্যাপারে সব দেশ সমানভাবে তৎপর ও আন্তরিক হয় না। সুতরাং সন্ত্রাসবাদকে দমনে জাতিপুঞ্জের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিকে আরো বেশি তৎপর হতে হবে এবং বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে সন্ত্রাস প্রতিহত করার কাজে যুগপৎ পক্ষপাতহীন ও আন্তরিক হতে হবে।

Scanned with CamScanner